2/7/2000

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৭ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুমতি ছাড়াই সাড়ে ৪ শতাধিক শিক্ষক কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবার শিক্ষকদের জবাবদিহিতার
উদ্যোগ নিলেও তাহা কার্যকর হইতেছে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সাড়ে চার শতাধিক
শিক্ষক কনসালটেন্সিতে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত রহিয়াছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১১১৮ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১২ জন শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি
নিয়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কর্মরত রহিয়াছেন।
১১৭ জন শিক্ষক বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে ১১
জন ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পরও বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাহারা আগামী দুই
মাসের মধ্যে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হইলে তাহাদের চাকুরীর পরিসমাপ্তি ঘটানো হইবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে বৃহস্পতিবার (১৩শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য পাওয়া গিয়াছে। সিনেট তথ্যানুযায়ী গত এক দশকে অর্থাও ১৯৯০ হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম, দুর্নীতি, সন্ত্রাস প্রভৃতির উপর ২২৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র ৪৬টির তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭টির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নাই। গত পাঁচ বৎসরে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করিয়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ২টি, আইন বিভাগে ৩টি, অর্থনীতি বিভাগে ১টি, ভূতত্ত্ব বিভাগে ৩টি, চারুকলা ইনস্টিটিউটে ২টি এবং রসায়ন বিভাগে ১টি মামলা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ বৎসরে মেধাবী ছাত্রদের জন্য ৮৯ লক্ষ ৬ হাজার ৫৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ১২ লক্ষ ১ হাজার টাকা, ৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ও ৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ১৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা প্রদান করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গবেষণার খাত হইতে গত ৫ বৎসরে ১২ জন শিক্ষককে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত টাকা দেওয়া হইয়াছে। ৬ জন শিক্ষককে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠানো হইয়াছে। ৪০ তম সাধারণ সমাবর্তনে ব্যয় হইয়াছে ৯১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা এবং ৪১ তম সমাবর্তনে ব্যয় হইয়াছে ৩৬ লক্ষ ৬ হাজার ২২৪ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে গত পাঁচ বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৪৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা।

বর্তমান ভিসির আমলে মোট ১১টি বিভাগ এবং ইনস্টিটিউট খোলা হইয়াছে। বিভাগগুলি হইলঃ অ্যাকুয়াকালচার ও ফিশারিজ বিভাগ, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স বিভাগ, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, এশিয়া স্টাডিজ বিভাগ, আমেরিকান স্টাডিজ বিভাগ, ডিভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ এবং আইটি ইনস্টিটিউট। ১৯৯৯-২০০০ বছরে এই বিভাগগুলির জন্য ব্যয় হইয়াছে ২৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। স্বাধীনতার পর হইতে ৪৮টি সিনেট কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং ১১৯৭টি প্রস্তাব সিনেটে গৃহীত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রজেক্ট এবং কনস্যালটেন্সি হইতে গত শিক্ষা বৎসরে ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।